নিতাই চৈতন্য ব'লে ভাসে দু'নয়ন জলে,
কিছুতে না হয় প্রতিকার।
যত বলে শ্রীচৈতন্য, বেদনায় অবসন্ন,
ভেদ বমি হয় বার বার।।
মৃত্যুঞ্জয় এসে ঘরে, তাহা নিরীক্ষণ করে,
বলে 'কিবা হইল মায়ের?
গোমায়ের গোলা যত, ভেদবমি অবিরত,
বুঝিতে না পারি কর্ম্মফের।।'
মৃত্যুঞ্জয়ের বণিতা, বলে 'কিবা কহিব তা,
দুষ্কার্য্য করেছে ঠাকুরাণী।
যেমন করেছে কার্য্য, তাহা নাহি মনে গ্রাহ্য,
কর্ম্মফল ফলেছে আপনি।।
গোস্বামী গোলোক এসে, মা ব'লে প্রণমি শেষে
ঠাকুরাণীর খায় পদধূলা।
ঠাকুরাণী ক্রোধ করে, মোদের গোঁসাইজীরে,
খাওয়াছে গোময়ের গোলা।।
সেই গোলা উদগমন, হইতেছে সর্ব্বক্ষণ,
ভেদ হইতেছে সেই গোলা।
গলিত-ঘর্ম্ম শরীর, হ'তেছে ঠাকুরাণীর,
উদর বেদনা অঙ্গ জ্বালা।।
মৃত্যুঞ্জয় শুনে তাই, গিয়া জননীর ঠাঁই,
বলে মাতা 'কহ সমাচার'
শুনিয়ে সুভদ্রা ধনি, কাতরে কহিছে বাণী,
বলে 'বাবা কি বলিব আর।।
এসেছিল সে গোলোক, মাধুর্য্য ভাবের লোক,
জলন্ত পাবক প্রায় আজ।
আগে ক'রে দণ্ডবৎ, শেষে দিল পায় হাত,
আমি বলি কি করিস্ কাজ।।
লইতে পায়ের ধূলা, খাইলি গোময় গোলা,
ভাব ধরে হরি হরি বোলা।
দেখি তোর কত ভক্তি, ধূলাতে কতই আর্ত্তি
খা দেখি এ গোময়ের গোলা।।
দিলাম গোময় গুলি, খেল তিনটি অঞ্জলি,
জ্বলে মম অস্তি চর্ম্ম মেদ।
হস্তপদ চক্ষু জ্বালা, সেই গোময়ের গোলা,
হইতেছে বমি আর ভেদ।।
ওরে বাপ্ মৃত্যুঞ্জয়, পাগল গেল কোথায়,
সে না এলে আমি মরি প্রাণে।
করেছি যেমন কাজ, আমার মুণ্ডেতে বাজ,
মরি বাঁচি দেখা তারে এনে।।
নির্ম্মল প্রেমের সাধু, আমি তারে শুধু শুধু,
করিয়াছি নিন্দন ভর্ৎসন।
সাধু নিন্দা মহাপাপ, ভুঞ্জিতেছি সেই তাপ,
করি তাঁর চরণ বন্দন।।"
কথা শুনি মৃত্যুঞ্জয়, দ্রুত অন্বেষণে যায়,
কোথা সেই গোলোক গোঁসাই।
পদুমায় দেখা পেয়ে, পদে দণ্ডবৎ হ'য়ে,
জানাইল গোঁসাইর ঠাঁই।।
গোস্বামী গোলোক গিয়ে, নিকটে উদয় হ'য়ে,
সুভদ্রাকে দেখা দিয়া কয়।
'শুন গো মা ঠাকুরাণী, আমি কিছু নাহি জানি,
সব হরিচাঁদের ইচ্ছায়।।"
বৈষ্ণবী কহিছে 'বাপ্, আমার হ'য়েছে পাপ,
সকলইত প্রভুর ইচ্ছায়।
ভাগবতে বাক্য শুনি, আছে মহাপ্রভু বাণী,
মহাপাপ বৈষ্ণব নিন্দায়।।
বৈষ্ণব নিন্দুক জন, মিথ্যা সাধন ভজন,
হরি তারে নাহি ফিরে চায়।
জনমে জনমে তার, নাহি পাপের উদ্ধার,
বল মম কি হবে উপায়।।
দে হে বাপ্ পদতরী, আমার হৃদয়' পরি,
ত্বরিব বৈষ্ণব অপরাধ।
ক্ষম মম অপরাধ, তুলে গোস্বামীর পদ,
বৈষ্ণবী ধরিল নিজ হৃদয়।।